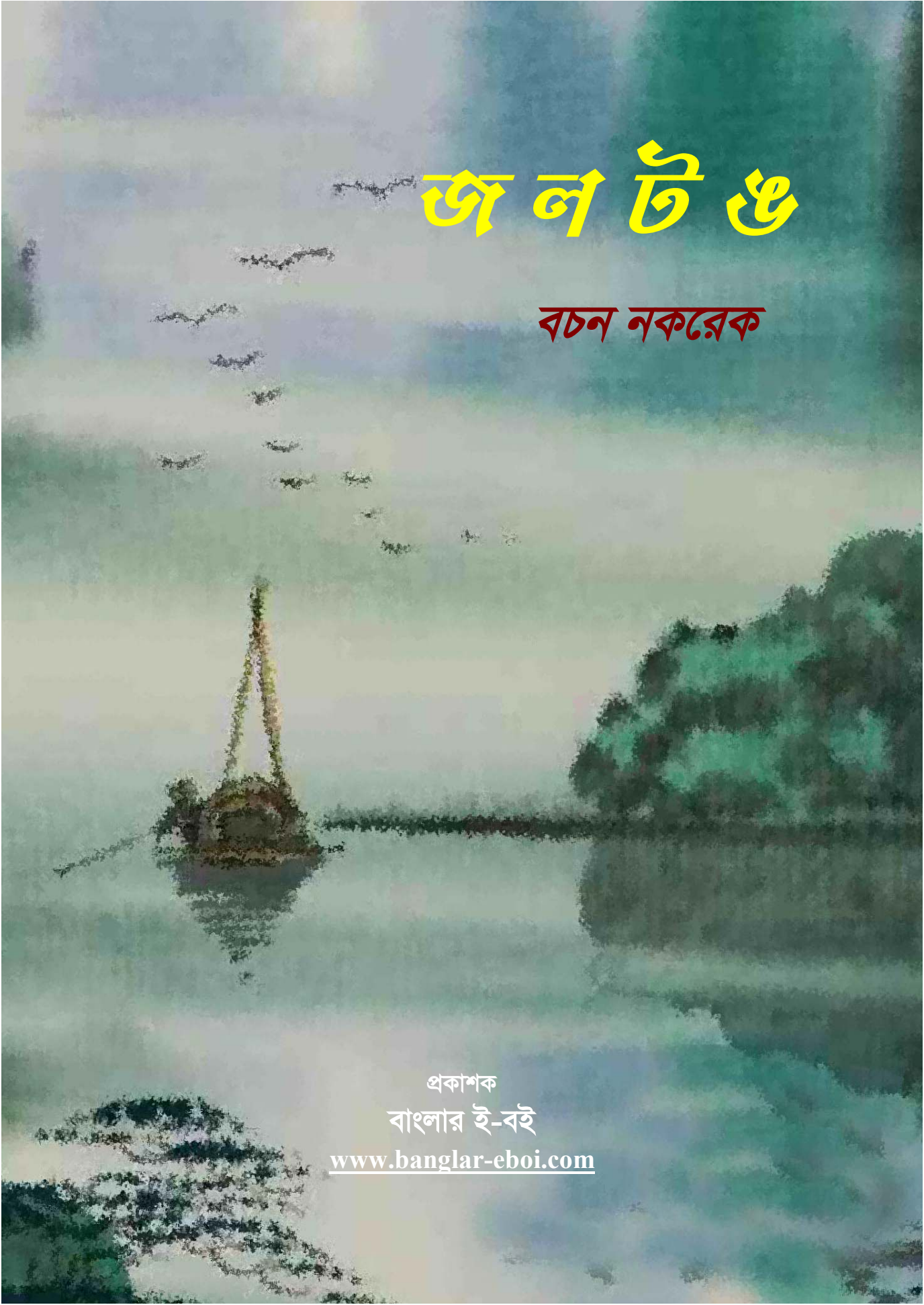


প্রকাশক
বাংলার ই-বই
www.banglar-eboi.com

জলটঙ



বচন নকরেক
জন্ম ঃ ২০ অগাস্ট, ১৯৭২
মৃত্যু ঃ ০০?

পূর্বপ্রকাশিত বই
ইচ্ছেবন ইচ্ছে পাহাড়
ইচ্ছে পাহাড়ের মেয়ে
অনেক মৃত্যু আগে

উৎসর্গ

অকালে ঝরে যাওয়া ছোট ভাই
পরিমল নকরেককে

জলটঙ
কবিতার ইবুক

গ্রন্থস্বত্ব
বচন নকরেক

ই-বুক প্রকাশকাল
ডিসেম্বর, ২০১৩
অগ্রহায়ণ, ১৪২০

প্রচ্ছদ
আজম মাহমুদ

ই-বুক নির্মাণ ও
সার্বিক যোগাযোগ
সৈয়দ রায়হান বিন ওয়ালী
ই-মেইলঃ rayhan_66@hotmail.com
মুঠোফোনঃ ০১৮১৭৬১৭৭৬৪
ও
আজম মাহমুদ
ই-মেইলঃ ajombd@gmail.com
মুঠোফোনঃ ০১৭১৫৫৫১৮১৬

বাংলার ই-বই
ঢাকা, বাংলাদেশ
www.banglar-eboi.com

সূচিক্রম

জলটঙ	৬	৩১	ভালো নেই আদপে আমি
সময়ের করাত	৭	৩২	আগুন আমি, পুড়ি-পুড়াই
ভাটির গান!!	৮	৩৩	বাঁশ সাঁকোয় সন্ধ্যা
দুই লাইন	৯	৩৪	একগুচ্ছ কষ্ট
কদম ঝরা!	১০	৩৫	পৌরাণিক
মাছের চোখের মতো করুণ!	১১	৩৬	আপন নখে কাঁটা ফুটাই, আপন মৃত্যু চেয়ে
পথ খোঁজে পথের মানুষ	১২	৩৭	ঘুমাচ্ছে ঘুমাক না
ফড়িং বৃত্তান্ত	১৩	৩৮	কী জানি কী হয়!
তেমাথায় বৃষ্টি হলে!!	১৪	৩৯	সেই সুমধুর ভুলগুলি
সোনাখর উঠোন ফেলে !	১৫	৪০	স্বপ্ন তাড়িত উড্ডীন ডানায়
দিনগুলো সোনাঝরা	১৬	৪১	কেউ আমার নয়
নষ্ট খরুল	১৭	৪২	স্ট্যাটাস হয়ে
মদের টেবিলে	১৮	৪৩	সে হয়ে গেল একা আজ থেকে
জীবন সুড়ঙ্গ খোঁড়ে	১৯	৪৪	বিষণ্ন কালো পাখি !
আমাকে পাবে না তুমি	২০	৪৫	বাইরে কদমপাতা উড়ছিল খেয়ালি ডানা ঝেড়ে
নাচঘরে অন্ধকারে	২১	৪৬	এইতো বেঁচে আছি
হয়তো হোবে দ্যাখা...	২২	৪৭	না বলেই
সুবর্ণা -আমার নোতন প্রেমিকার নাম	২৩	৪৮	এভাবে একদিন আমি কবিতার চিলেকোঠায়
অনশ্বর প্রেম	২৪	৪৯	সবুজ খামের মতো জাগে অতীত
সময়ের চোয়ালে কার্তুজের দাগ !	২৫	৫০	সেই সন্ধ্যার কথা!
অই পাড়ে এখনি যাব না	২৬	৫১	পরচর্চা, আড্ডা
পান্থ পাখিরা	২৭	৫২	আমার ঘুম আসে না
তুখোর ডুবুরী	২৮	৫৩	পাখি নেই, খাঁচা রয়ে যায়...
সোনালি বিড়াল	২৯	৫৪	এখনো সেই মুখ!
টু জারিয়া	৩০	৫৫	সুড়ঙ

জলটঙ

গলিঘুঁজি ঘুরে যাচ্ছে ছই ভাঙা নৌকো
নিচে পাটাতনে টসহারা মানুষ।
টিঙটিঙে বিকেলে
জলার্ক হাওর,
পাখিদের চটাচটি, লাগে ঠুনকো
ঠিকে ভুল হ'লে জাঁতাকলে পা। পানদোষ
আছে আমারো...
গাঁজাখুরি ভাবনার
শিল্প রুয়ে যাই তবুও-

সময়ের করাত

ধোঁয়াতে পাহাড়, শাদা ন্যাকড়া জড়ানো যেন
পরাঙ্মুখ বাতাসে কমে যায় বৈঠার জোর,
ভাসছে জলে বোঁটা ছেড়া ফুল
কুঁড়েঘরের চালে দ্যাখ কত ফোঁর!
সময়ের দাঁত-নখ লেগেছে পিছু ক্যান ?

খুনে করাত কাটছে রোজ, একটু একটু
...আয়ু যেন।

ভাটির গান!!

চা'য়ে চিনি কম- দোকানিকে বকলাম
ডুবে যাচ্ছে শাক-সবজি, বেগুন খেত।
হুয়াটস্ ওন ইয়্যু'র মাইন্ড ? 'সুপ্রভাত' লিখলাম,
হাতফোনের ওয়ালপেপারে তোমার মুখ।
নৌকোয় করে রুটি, কেক, বিস্কুট টোস্ট এল
চা'য়ে টোস্ট ভিজিয়ে খেলাম
'দিন সমান যায় না। কি দেখলাম কি অইল'

মাঝির পাংশুল মুখ।

অতিথি পাখি দল বেঁধে আসত- সবাই বলল
বাদ্যবাদ্যি বাজিয়ে আসছে ট্রলার ভর্তি মানুষ
বরষা হ'লে এখানে বিয়ের হিরিক
ওরা ভাটির মানুষ-

দুই লাইন

নদীকে ছুঁতে এসে নিজেই ডুবে যাই নদীর ভিতর
নদী এমন কেন ?

কদম ঝরা!

আমার পাতা ঝরা দিনে
তুমি পাশে নেই

রিক্ত
ডালে পাখি নেই

কী
আর
দ্যাখব
কদম
ঝরা-

মাছের চোখের মতো করুণ!

আবার চিঠি লিখছি তোমাকে
ভোর হলে পড়,
আরতের মাছের চোখের মতো
করুণ তোমার মুখভাসে-
চোখ ঝরঝর

পাংশু, কুণ্ঠিত।
তোমার
উড়াল চুল
বুকে
ঝড়
তোলে
এখনও...

১৭/৭/১৩

পথ খোঁজে পথের মানুষ

পথ ফুরায় না। কোনটা আমার পথ, পেছনে না সন্মুখে, ডানে না বায়ে । এ সময় গৃহঃস্থ্য বাড়ির কুকুর ডেকে উঠলো। শিশিরে ভিজে উড়ছে জোনাকির দল। ক্লান্ত যারা তারা ঝিঁমুচ্ছে মিটমিট আলো জ্বেলে ঘাসের ডগায় বসে বসে। আহা! আমি কেন জোনাকি হলাম না। তাহলে নিজের আলোয় খোঁজে নিতে পারতাম নিজেরই পথ- শিশিরের বৃষ্টিতে ভিজে যাচ্ছি। জ্যোৎস্নার মিহি আলোয় আমি খোঁজে পাচ্ছি না আমার বাড়ি।

ওগো, কে আছো-দেখিয়ে দে না আমার বাড়ি---

ফড়িং বৃত্তান্ত

খাঁচার ভিতর পাখি।

খিদে পেলে সবাই খেতে চায়
পাখিরাও,
ছনবনে ফড়িং
হাত -পা নেড়ে ক'রে জগিং
সার্চ ইঞ্জিন গুগলে কত ফড়িং
ফড়িং খুঁজতে বেড়িয়ে
আমিও

হয়ে গ্যাছি ফড়িং

তেমাথায় বৃষ্টি হলে!!

হালতের ঘাস ছেড়ে
বনমুখী লাল গাই
বহেরাতলার সজারু
এখন ওয়েবে চুল আচড়ায়...
যেমন সবাই ব্যস্ত
তুমিও,
তেমাথায় বৃষ্টি হলে
চোখভরা কথায়-

সোনাখর উঠোন ফেলে !

মন চলে গ্যাছে
আউশ খেত মাড়িয়ে
টায়ারের গাড়ি চালিয়ে
পাগলা শৈশব
চ'লে গ্যাছে যেদিকে-
সুতো ছেড়া ঘুড্ডির পিছু পিছু
দৌড়ে...

সোনাখর উঠোন ফেলে !

৪/৭/১৩

দিনগুলো সোনাঝরা

স্কুল ভ্যানে চড়ে বালক বেলা
সেখানে,
মাথাল চেপে মাথায়, ব্যস্ত কৃষকেরা
বাঁশের বন্দুক ভেঙে গেলে
কেঁদে উঠতাম ভীষণ
আউশ খেতের আইলে শুয়ে

দিনগুলো সোনাঝরা ...

৪/৭/১৩

নষ্ট খরুল

সেলফোন বন্ধ তবু বাথরুম মাতে মেঘজমা গজলে
খরুল ভাঙা জীবন।
কেঁউ কেঁউ নিশীথে পরি চলে যায় ফিরে
কেওয়াড় কাঁপে কলঙ্ক কথার বুননে
ব্যথিত উঠোনে আর প্রেম নেই
এক ফোঁটা...

মদের টেবিলে

মদের টেবিলে তোমার মদিরা চোখ
ঘৃণার কার্তুজ তেড়ে আসে বুনোমেঘে চড়ে
ধস্ত সাঁকো দুলে ওঠে...
মদের টেবিলে ক্যান ভাসে তোমারই চোখ ?
সিথানে অতীত রেখে ঘুমায়
আধপোড়া সিগারেট-

জীবন সুড়ঙ্গ খোঁড়ে

আন্ধা-চক্কর, ঠাকঠমক অন্ধকারে
তরমুজ জ্যোৎস্নায় খোঁয়াড়ি ভাঙা ভোর
একরত্তি আলো। আমলকী খোঁড়লে-
জবরদস্ত গোলাপকুঁড়ি।
ঠুংরি তালে, জাংলা নাচে
শব্দ করে ভাঙে কাঁচচূড়ি
জীবন সুড়ঙ্গ খোঁড়ে...
আন্ধা-চক্কর, ঠাকঠমক অন্ধকারে-

২৬/৬/১৩
ভাটিকাশর।

আমাকে পাবে না তুমি

জীবনে সোনার হরিণ পাইনি
সত্যি বলছি, আমি তোমাকে চাইনি
আমি কারো নই
কারো নই আমি ।

কেবল খিদা লাগলে ভাত চাই
তৃষ্ণা পেলে জল চাই
শীতে কাতর হ'লে বস্ত্র চাই

ঐ টুকুই...
আসলে আমি আমারো নই
তোমার নই, কারোরই নই
কী ক'রে তুমি আমাকে পাবে
কী ক'রে আমি তোমার হোব ?
কোনদিনও আমাকে পাবে না তুমি
একদিন, খেঁচে হাওয়া হ'য়ে চলে গেলে বুঝবে
তুমিও একা, আমিও একা...

নাচঘরে অন্ধকারে

আঁধার ছড়িয়ে দিয়ে ব'সে আছে শশিপ্রিয়া
নাচঘরে মউজ আমি
অধরপল্লব যেন গোলাপকুঁড়ি
কাঁপিয়ে দেয় বাউড়ি হাওয়া।

বেঁধানো পেরেক বুকে কাঁদে ক্ষ্যাপা-

মৃদঙ্গ বাজে কাহারবা, নয় দাদরা
কার চোখ, ঘুঙুর, চুড়ির শব্দে
জমে ওঠে নাচঘরের আসর-
শানকি বাজিয়ে মউজ আছি, আমি মগড়া...

হয়তো হোবে দ্যাখা...

আথালি পাথালি পড়ে আছে আভাঙা হাঁড়ি
নেশা হ'য়ে গেলে ভুলে যাব কোথায় আমার বাড়ি
আবাবিল ঝিঁমুচ্ছে আগডালে একা
জিগায় মেঘপরি, আবার হোবে তো দ্যাখা ?

উড়াল বিদ্যায়- আমি আনাড়ি!!

খিলিপান মুখে পুড়ে যাই আড়ংঘাটা
জলযানে ফিরে যাব, হয়তো হোবে দ্যাখা...

সুবর্ণা -আমার নোতন প্রেমিকার নাম

বহুদিন কবিতা লিখিনা, তাই
আজ তাজা কবিতা চেয়ে হাঁটতে
বেড়িয়েছি খুব ভোরে,
দেখি স্বর্ণলতার চাদরে জড়ানো
অপরূপ জঙ্গল-ঝোঁপ চারপাশে
যেন জীবনের নোতন স্বর্ণসকালটা
শুরু হ'য়ে গেল আমার।
নীলনশ্বর প্রেমের আবেগের
ঢেউ আমার বুকে জেগে উঠছে
তীব্র বেগে-

নারীকল্পে স্বর্ণলতার নাম
দিলাম সুবর্ণলতা। না-
তাও অতি দীর্ঘ মনে হোল
ছোট ক'রে আরো আদুরে নামে
তাকে ডাকবো, তাই
স্বর্ণলতা-সুবর্ণলতা থেকে
হ'য়ে গেল সুবর্ণা'।
সুবর্ণা আমার নোতন প্রেমিকার নাম
আমার শিকড়, আমার অস্তিত্বের নাম
আমার বেহিসেবি শাখা-প্রশাখাগুলো
সুবর্ণা ঢেকে রাখবে তার মায়াময়
আঁচল ছড়িয়ে দিয়ে...

অনশ্বর প্রেম

মুখেচুম্বন
এঁকে
দিয়ে
চ'লে
যায় দিন
অনন্ত রাত্রির দিকে।
আমি
আমার
বিষাদগুলো
নিয়ে
জেগে থাকি
একাই!!
কল্পিত
নারীর
অধরপল্লবে
পাঁপড়ি
ছুঁয়াব
ব'লে-

সময়ের চোয়ালে কার্তুজের দাগ !

সময়ের চোয়ালে কার্তুজের দাগ
গাছের ঘাড়ে ঝুলছে বেজন্মা অর্কিড-
ওরা এখনো ফতোয়া দেয়
প্রগতিবিরোধী- ১৩ দফা,
মুখে আসমানী শাসন
আঙুলে বিষ-
পোড়ায় ধর্মগ্রন্থ
ভাঙে মন্দির-প্যাগোডা।
বন্দুকের নলে সব পেতে চায়
ভাঙে স্থাপত্য, কাটে পুরানো বৃক্ষ
সময়ের চোয়ালে কার্তুজের দাগ
গাছের ঘাড়ে ঝুলছে বেজন্মা অর্কিড!!

অই পাড়ে এখনি যাব না

উঠোনে ঘোড়ার খোড়ের শব্দ। কোঁকড়ানো চুলের কালো নারীমুখ মনে পড়ল--- চুল উড়ছিল মুক্ত মাছির মতো। দাপুটে বাতাসে বারান্দায় মাকড়সার লাস নেচে নেচে হয়রান মলিন জালে ঝুলে। চার্জ নেই ফোন বন্ধ। আকাশে ক্লান্ত, ফর্সা মেঘেরা থেমে আছে। আজ পূর্ণিমা। জলে নিজের ছায়া দেখে রুপালি চাঁদ লাজুক যেন-
ফোনে চার্জ নেই, কল কোরো না। সুরাবাড়ি জমে উঠেছে। ঘোড়ায় ক'রে কে এল, কে এল? পান্থ পাখিরা ঘুমাচ্ছে নাক ডেকে--- ডালে ঝুলে। হাতে আছে বাজারের শুন্য থলে-- তাই ঝেড়ে ঝেড়ে বলে দিব-
'আমার সময় হয় নি। মাফ করে দাও। পরে এসে নিয়ে যেও'

পান্থ পাখিরা

(১)
নাচঘরে কান্নার কল্লোল
প্রোথিতকাঁটা বিঁধে পা'য়
স্মৃতিমাখা নেকড়া উড়ে,
মনবিভোল---

(২)
অই বাটে আর যা'ব না
বাহারি ফুলবনে,
সুনয়না করেছে মানা---

(৩)
নাচে নাগরী
মদমত্ত সন্ধ্যা এলে,
আমি দুলাই পাগড়ি
দুলে মন দুলে---

(৪)
নর্তনকুর্দন শেষে পাতারা ঘুমায়
কষ্ট ভূরি-ভূরি,
মৃতধুনী দিঘল পা মেলে তাকায়
সব কথাই হ'য়ে গেছে চুরি।

তুখোর ডুবুরী

তোমার বৃষ্টিধোয়া মুখের ভাষায়
ডাকলে কাছে। যাব কি যাব না-
ভেজা খোলা চুলে শরীরের উত্তাপ
মেখে ডাকছো কাছে কাম কাতর চোখে
তাকিয়ে, আমি, যাব কি যাব না
ক'রে পা বাড়াই। তুমি আরো
আবেদনময়ী হ'য়ে দাঁড়ালে-বুকের
আচলটা সরিয়ে দিয়ে
তাড়িখানার অন্ধকারে কাম-পীড়িত
আমিও, বাড়াই তাসদক্ষ হাত
চুল, স্তন নাভিমূল হ'য়ে
উষ্ণভূমি ছুঁয়ে ফিরি তুখোর ডুবুরী
হ'য়ে-তারপর আরো বৃষ্টি
আরো মেঘ গর্জন, আরো ডাকাডাকি।

সোনালি বিড়াল

সোনালি বিড়াল । রাত দুপুরে একা ঘুরে,

বাদুর ঝুলা বারান্দায় জোছনালো দাঁড়িয়ে থেকে ফিরে গেছে

ততক্ষণে অন্ধকার আলো ছড়াচ্ছে অন্ধকারে-

সোনালি বিড়াল। রাত দুপুরে মাছি খোঁজে

রুপালি লেজ নেড়ে--- কাগুজে কিছু স্বপ্ন এঁকে

টু জারিয়া

টায়ারপোড়া সড়ক এড়িয়ে মানুষগলোর ছুটোছুটি
সরকার বদলের ডামাডোলে,
ধূমলভোরে রেস্তোরাঁয় বাজে মৃদু গজল।
বরষার মেঘমালা আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে
দাঙ্গা পুলিশের মতো,
টানাপোড়েন জীবন, বসে থাকি চা' আসবে ক'বে
থেমে গেছে হৈ চৈ তাঁতঘর।
দুকূলে ঢেউতোলে ছুটে আসে ফণা তুলা দুর্দিন-
আমি যাব জারিয়া,
'হরতাল' ঘৃণা ক'রি তবু,
তাকে এড়াতে পারি না
রোজ দাঁড়িয়ে থাকে সে কাঁচি-কাস্তে হাতে
অভাবী মানুষের পথ আগলে---

ভালো নেই আদপে আমি

গোঁয়ার ফেইসবুকে রাত জাগি
মেঘমালার অন্ধকারে অঙ্ক কষে,
নিঃস্ব কল্কেয় ঠোঁট রাখি
পাগল ঘূর্ণিতোলা ফেনোচ্ছ্বাসে।
হাঁপানো বাঁশবনে বাজে মোহন বাঁশি
তুষার শাদা পাতায় বার্তা পাঠাই
খুব ভালো আছি'-

ঘাড়ে ঝুলছে ব্যর্থ জীবনের ছবি
ভালো নেই আদপে আমি
তাই গোপন ক'রে বলি জব্বর আছি'---

আগুন আমি, পুড়ি-পুড়াই

তোলপাড় ক'রে দিয়ে
সেই যে গেল ঝড়,
তাই ক্যান ব্যথা দিল
এতোদিন প'র।
মনে প'ড়ে মনে প'ড়ে
বোতাম খোলা আকাশ,
সহজে যাইনি ভুলে
নাড়িয়ে যাওয়া বাতাস।
মদসিক্ত অন্ধকারে
চুলের গন্ধ খোঁজে,
বৃথাই হাতরে, যাই তেড়ে
কোথায় চুড়ি বাজে।
আগুন আমি, পুড়ি-পুড়াই
সৃষ্টি নেশায় পেলে,
দগ্ধ হ'য়েছো, দগদগে ঘা গায়
পাঠিয়ে দিয়ো জেলে-

বাঁশ সাঁকোয় সন্ধ্যা

বাঁশ সাঁকোয় সন্ধ্যা নেমে এলো ঝুঁকে
জলে নলখাগড়ার বনের ছায়া ভেসে উঠে
এখানে পড়ে আছি খরমনে
দূরে জোনাকির মতো জ্বলছে
মাছ শিকারির হ্যাজাক বাতি,
মাথা উচুঁ ক'রে সাঁতরে চ'লে গেল জলঢোঁড়া
দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে আকাশ ফাঁকে ফাঁকে
শিশুর মতো নিস্পাপ মায়াময় লাগে ধরণী
হেসে ওঠে ঝলমলে তারার আলোয়

সময় চ'লে যায়
চটপটে বিড়াল পায়ে-

৫/৫/১৩
ভাটিকাশর।

একগুচ্ছ কষ্ট

(১)
ঠোঁটের ফাঁকের বিড়িটা নিভে গেল
হাওরের জলের উপর জ্যোৎস্নার ছায়া পড়া
কী , আর দ্যাখব না ?
জলের উপর নখের দাগ
মুছে গ্যাছে কবেই

(২)
আগুন ভালো নয়
তবু,
আগুনের কাছেই নত হই
জ্বালাই নিভাই, জ্বালাই নিভাই কাছে কাছে রাখি-

(৩)
মদে বুঁদ হ'য়ে গেলে
ব'লে দিই হাঁড়ির রহস্য
ক্যান, কার জন্য কবিতা লিখি স-ব

পৌরাণিক

নোতন কথা বুনেছি
কাকের সামাজিকতা নিয়ে,
থাবা চাটে বিড়াল খাটের নিচে
কার বিড়াল, চিনি না!
কাম কসরতে ব্যস্ত অচেনা টিকটিকি
স্বজাতির মৃত শব ঘিরে রাখা কাকেরা
কুকুর ঘেঁষতে দিল না শবের কাছাকাছি
এমন সামাজিকতা আজকাল
মানুষের মধ্যেই দেখি না-

আপন নখে কাঁটা ফুটাই, আপন মৃত্যু চেয়ে

খুঁচিয়ে ঘা করো আপন নখে
সরু রক্তের স্রোত ঘামে মাখামাখি হ'য়ে
গড়িয়ে যায় ফাঁটা ঠোঁটের ফাঁকে
রক্তপতন চাই, চাই শিকড় ছেড়া বৃক্ষ
খাপখোলা করাত হাতে
ওঁত পেতে থাকো তুই অন্ধকারের প্রহরী!
স্বপ্নভূক পাখি ঘর বাঁধার খর মুখে
গুঁজে খোঁজে মরে ঠিকানা, নিরাপদ বৃক্ষ
তীব্র বেগে ছুটে আসে সর্বনাশী তীর।
থামে না ভাঙন খেলা
মনে পড়ে বালকবেলার ঘর-বাড়ি খেলা
মামা বাড়ির উঠোন, কাঁঠাল ছাঁয়া
মনে পড়ে সেই সুতো ছেড়া ঘুড্ডি ওড়া, হাড়ি-ভাঙা স্মৃতি
আঙুল কাটা স্মৃতি
অন্ধকার শালবনে হারিয়ে যাবার স্মৃতি-
আমাকে ধ্বংশ করছে নিঃসঙ্গতার করাত
সুহৃদ নেই, নেই পাঁজরতুল্য আত্মজারা
এ কেমন পৃথিবী রচনা করলাম
স্যাঁতস্যাঁতে মেঝে, স্যাঁতস্যাঁতে অন্ধকারে
আপন নখে কাঁটা ফুটাই, আপন মৃত্যু চেয়ে-

ঘুমাচ্ছে ঘুমাক না

ঝরা লাল কাঁঠাল পাতা উড়ে এলো
টেবিলে, আমার চিন্তার বাঁক বদলে গেলো
হৈ চৈ ক'রে শেষ ট্রেন চ'লে যাচ্ছে জারিয়া
জানলায় বোকা ফড়িং দাঁড়িয়ে
পকেটের ছেড়া নোটে শেখ মুজিব তাকিয়ে
খাটের নিচে ডায়রিগুলো ছড়ানো ছিটানো
কোনটায় তোমার ঠিকানা, ফোন নম্বর ?
ধূলোজমা অতীত ঘুমাচ্ছে ঘুমাক না
চাই না আহত ক'রি নিজেকে
বিষে মুখ রাখা অতীত মনে প'ড়ে যাবে
খাটের নিচের ডায়রিগুলো ঘুমাচ্ছে, ঘুমাক না--

কী জানি কী হয়!

দুঃখিত সন্ধ্যার কাছে ফিরে যাব না-
মানুষ আজ মানুষ দেখে ভয় পায়
মানুষ কী জঙ্গলে পশু ?
মানুষ আজ মানুষ দেখে ভয় পায় কেন ?
অবিশ্বাসের উঁচু দেয়াল দাঁড়িয়ে থাকে মাঝখানে
মানুষ কী জঙ্গলে পশু ?
আলিঙ্গনেও আগুন জ্বলে!

সন্ধ্যার কুপি বাতি জ্বালানো ভুলে গিয়ে
মা বারান্দায় ব'সে থাকে খোকার আসবার অপেক্ষায়
কী জানি কী হয়! ধুক্‌ধুকানি বুকে--

সেই সুমধুর ভুলগুলি

করপুটে পদ্মফুল কচুরীপানা
উদ্ভ্রান্ত ভুলের মধুময় বালকবেলা খেলা
অনুভূতির বিধূনন জাগে ডুবুডুবু
জ্যোৎস্নার ক্ষণপ্রভায়।
সেই সুমধুর ভুলগুলি, ভুল কথা বুনেবুনে
ভুল স্বপ্ন বুনেবুনে, হয়েছি ভুল মানুষ এক
ভুল এত মধুর লাগে ক্যান ?
ভুল কথা রোমন্থনে
ভুল মধুর ক্যান ?

২১.০৪.২০০০

স্বপ্ন তাড়িত উড্ডীন ডানায়

ঝুঁটি দুলিয়ে ডানা নাচিয়ে ফিরে যায়
প্রেমক্লান্ত বনমোরগ ডানায় স্বপ্ন লুকিয়ে।
আকাশ-হারানো জেট প্লেন গর্জন ক'রে ছুটে চ'লে যাচ্ছে
ঝড়ের পাখির মতো
উজ্জ্বল আঁধার ভেঙে-
আমি কোথায় আর যা'ব, কী আর চাইব
ভালোবাসা শুধু, আর কিছু নয়
ফুল শুধু, আর কিছু নয়।
মারণাস্ত্র আমি চাই না
ভালোলাগে না কাইজ্যা বিবাদ
দা-কুড়াল-করাত
ভালোলাগে না রক্তপাত।
অত চাওয়া-পাওয়া আমার নেই
কেবল কবিতা পড়তে পড়তে পড়তে পড়তে
চোখবুঝে ঘুম-আর
তোমার উজ্জ্বল আচলের আলোর পিছু পিছু গন্ধ শুকে শুকে
উড়ে, আমিও চ'লে যা'ব
যে পথে জেট প্লেন উড়ে চ'লে গেছে
ঝড়ের পাখির মতো
উজ্জ্বল আঁধার ভেঙে ভেঙে---

কেউ আমার নয়

আমি পাখিদের কেউ নই
আমি মাছিদের কেউ নই
আমি মাছেদের কেউ নই
আমি বৃক্ষদের কেউ নই
আমি নদীদের কেউ নই
আমি আকাশের কেউ নই
আমি নক্ষত্রদের কেউ নই
চাঁদ আমার কেউ হয় না
সমুদ্র আমার কেউ হয় না
হিমালয় আমার কেউ হয় না
প্রিয় সকাল বেলা, দুপুর বেলা বিকেল বেলা কেউ আমার নয়
তিমির রাত্রি আমার কেউ নয়
আসলে আমি কারোরই নই
আ-র--- কেউ আমার নয়
খয়েরি শালিকও নয়----

স্ট্যাটাস হয়ে

বসন্তের মাস, তবু বৃষ্টি- টিপটিপ, রিমঝিম সারাদিন
মাথানত বাঁশবন, যেন ছন্নছাড়া ভেজা চুল
গর্ভবতী মেঘেরা ভীড় করে রয়েছে আকাশে
সারাদিন-
এমন দিনে কতো তরল-সরল-গরল ভাবনা ভিড় ক'রে
ঠ্যালাঠ্যালি ক'রে সবাই পৌঁছতে পারে না প্রথম কাতারে,
স্ট্যাটাস হ'য়ে-

মনাই নদীর বাঁকে
১৭-০২-১৩

সে হয়ে গেল একা আজ থেকে

কফিনে পেরেক বিঁধানোর শব্দ আসছে
কার কালঘুম!
দেমাকি আগুন ফুঁসে ওঠে হঠাৎ, মুখাজ্বলা আগুনপাড়ে
কেউ বসে, কেউ দাঁড়িয়ে বিষণ্ন মানুষগুলো, সিঙ্গাফুঁকা অন্ধকারে-
পেরেকটুকা শেষে সবাই হ'য়ে গেছে
চুপচাপ।
যে গেল সে হ'য়ে গেল একা!
আজ থেকে
তোমরা তাকে আর খোঁজনা বিড়ির আড্ডায়, তাড়িখানায়
যে গেল সে হ'য়ে গেল একা!
আজ থেকে...

বিষণ্ন কালো পাখি !

মদভেজা সন্ধ্যায় বিষণ্ন কালো পাখি বসে আছে চুপচাপ
আইলে বসে বিড়ি ফুঁকা কৃষকের কাঁধে ঝুলা ঘামগন্ধ
গামছায় সোহাগ রাতের স্মৃতি,
ফুটো টিনের চালগলে একবার জোসনালো পড়েছিলো সিথানে
পেছন অতীতে বিষ হাঁড়ি, জর্দা-রং অভিশাপ।
ফুসফুসের ব্যথা বাড়ে খুনে আগুনে

গজল সন্ধ্যার অই দূরের আকাশে জ্বলে তারা মিটিমিটি---

বাইরে কদমপাতা উড়ছিল খেয়ালি ডানা ঝেড়ে

সারাদিন এপাড়া ওপাড়া ঘোরাঘুরি ক'রে
তোমার বাড়ির পাশে এসে দাঁড়িয়ে তোমাকে একটু
দেখে নিয়ে আবার ফিরে যেতাম যে সড়ক ধ'রে
শালিক উড়ে গেছে----বহুদূর।

সেই চড়ুইভাতি জীবন, চড়কসংক্রান্তি মেলার দুপুরে
তোমাকে একটু দেখে দু-এক ফোঁটা সুখ বুকে নিয়ে
আবার ফিরে চলে যেতাম সেই সড়ক ধরেই
সন্ধ্যার দিকে যে সড়ক গেছে চ'লে।

আজ জানলায় বসে ভাবছিলাম সেসব ফেলে আসাদিন
বাইরে কদমপাতা উড়ছিল খেয়ালি ডানা ঝেড়ে-

এইতো বেঁচে আছি

ক'ফোঁটা দুঃখ খুঁটে খেয়ে ঘুমাতে যাই
চাঁদ ঝুলা আশ্চর্য আঁধার বাইরে,
অফুরান চাওয়া নিয়ে
এখানে ওখানে ঘুরে প্রণয়প্রার্থী মাছি।

নিবিড় পকুরের মাছ পালিয়ে যায়-কোথায়!
দু'একটা তারা দ্যাখি হাজার জোনাকির ভিড়ে
বিরান বনে নেই আর সজারু-ময়ূর-টিয়ে

নেই, নেই-শুন্যতা নিয়ে-এইতো বেঁচে আছি----

না বলেই

ভাঙা চাল গ'লে রোদ ফোঁটা নাচল বালিশের পিঠে কিছুক্ষণ। ক্ষণস্থায়ী প্রেম ফুরিয়ে গেলো কচুপাতার জলের ধর্মে--- আমারতো আবার ছনের চালের ঘর। তুমিতো জানো, আমি কষ্টের চাষ ক'রি- কাঁটাযুক্ত শস্যবীজ আমি বুনে রাখি সাথে দেশি ঝাল মরিচ---মরিচ পেঁকে গেলে ময়ূর আসে, টিয়ে আসে। তুমি জানো, আমি কষ্ট ভালোবাসি। বনশামুক হেঁটে হেঁটে আসে আমার কাঁটাবনে চুপি চুপি। তুমিতো জানো, আমি কষ্টের চাষ ক'রি। ধোঁয়া ওঠা চা'য়ের দোকানে ব'সে থাকি ক্ষুধার্ত মাছির ওড়াউড়ি দেখে। সুনীলের কবিতায় ডুব দিয়ে নিয়ে যাই পূর্ণেন্দুর বাড়ি । কবিতার বাগানে আগুন দেখে ছুটে এসে দেখি পুড়ে ছায় আমার সাধের বাগানখানি-- আমারতো আবার ছনের চালের ঘর। জোছনা ঢালা রাতে জোসনা ফোঁটা ঢুকে আ-বা-র চ'লে যায়.... না বলেই-----

এভাবে একদিন আমি কবিতার চিলেকোঠায়

মনে পড়ছে ছেলেবেলার কথা
ঝুঁটি দুলিয়ে নাচতো মোরগ উঠোনের
চিলেকোঠায়, কবিতা কি- বুঝিনা তখন
প্রিয় ঘুড্ডি সূতো ছিড়ে উড়ে হারিয়ে গেলে
মন খারাপ হতো খুব!
প্রেম কি-বুঝিনা তখন
সত্তার জলরাশি ছোট ছোট খাল বেয়ে বেয়ে
অনেক দূর এগিয়ে গেছে কখন
কারোর কাজল কালো চোখে চোখ পড়লে
শিহরণ জাগতো খুব ক'রে
বৃষ্টিভেজা নারীর শরীরের ভাঁজগুলো
মনে লাগতো খুব
বোকা বাছুরের মতো তাকিয়ে থাকতাম
অবুঝ বালক যাকে বলা যায়!
সমবয়েসী মেয়েদের জন্য চিঠি লিখতে ইচ্ছে করতো
একদিন কল্পিত এক মেয়ের জন্য চিঠি লিখলাম
কত কাটাকুটি, পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা বদলে
বন্ধুরা দেখে ফেলল
বলল- ভালোইতো লেখার হাত তোমার
নিরব পরিবর্তন। চুপিচুপি বয়স্কদের ম্যাগাজিন পড়া
নিষিদ্ধ ছবি দেখা, বেশি বেশি ওয়েস্টার্ন সিরিজ পড়া-
শক্তি, জীবনানন্দ, সুনীল পড়া সবে শুরু
মনের চিলেকোঠায় তখনই ক'জোড়া হরিণ চোখ
দৌড়াদৌড়ি করছে, শব্দেরা পা কুঁদে কুঁদে মাতাছে
শাদা জীবন পাতা
ততোদিনে প্রেম কি-বুঝতে শুরু করেছি
আর কবিতাও একটু একটু ক'রে
আর তখনি একটু একটু ক'রে দূরে স'রে যাচ্ছিল
তোমার ঘনিষ্ঠ হাত আমার হাত থেকে খ'সে
বিরহ কি-বুঝতে শুরু ক'রেছি
এভাবে একদিন আমি কবিতার চিলেকোঠায়
তোমার চিরহরিৎ ঘাসবন থেকে বিতারিত হ'য়ে-

সবুজ খামের মতো জাগে অতীত

উঠোনের কাঁঠাল ডালে শালিকের শিস
গোলাম আলির গজলের মতো ভোর
তাড়াহুড়োয় ভুল-ফন্টে তোমার নাম।
আজকাল অযথা তাড়া লাগে সবকিছুতেই
অথচ, আমার নাই বিশাল জমাজমি, ধান গোলা, মাছের খামার-
সামান্য কবিতার খামার, ঘর-গেরস্থালি আমার।
ছাপোষা মানুষ; দেনা, টানা-পোড়েন লেগেই থাকে বারোমাস
শালিক, এতোদিন পর মনে করল আমাকে...!!

বৃষ্টি-ধোয়া বাঁশবন। সবুজ খামের মত জাগে অতীত-

সেই সন্ধ্যার কথা!

জীবন বলতে ডাল-শাক
শুটকি
ল্যাপ্টপে কিছু কবিতা ছন্দহীন
থেমে যেতে চায় মুঠো ফোনের শায়রি
আহা! শরাব, গেলাস গেলা সন্ধ্যার আড্ডাটা-
চোখের কোণে ক'ফোঁটা শিশির...

পরচর্চা, আড্ডা

চড়ুই ডাকছে তেজী রোদে!
পুরানো সুতো ঝুলছে খরের
চালে
মুকরোচক পরচর্চা, গান গরম চা'র
আড্ডা
শীত জোছনায় মাখামাখি...

আমার ঘুম আসে না

কাঁটানটে বনে নিষ্পাপ জোনাকিরা ওড়ে বেড়ায়
রেল লাইনে কাকের লাশ
মন উড়ে নক্ষত্রের নীল ঘাসে
বন্ধ বইয়ের মতো নিরব সড়ক মাঝরাতে
মন পড়ে রয় থ্যাতানো শৈশবে
বাড়ির উঠোনে ভরাশিশির ঝরা সকালে

আমার ঘুম আসে না-
ডায়রির পাতা ভেঙে ভেঙে অতীত পড়ি
রাত জেগে...

পাখি নেই, খাঁচা রয়ে যায়...

(প্রয়াত শিল্পী মান্নাদে'র জন্য এলিজি)
২৪ অক্টোবর ২০১৩, ৯ কার্তিক ১৪২০

বৃক্ষের নিচে দাঁড়িয়ে বৃক্ষ ছায়া।
আড্ডাটা ফাঁকা। ছায়া নড়েচড়ে হাঁটে একা
একদিন এমনই হোবে
পাখি নেই, খাঁচা রয়েছে।
জীবনের বেশিটাইতো দুঃখ, খরা রোদ
বৃক্ষের নিচে বৃক্ষ ছায়া এসে খানিক জিরোয়
গান গায়, কবিতা পড়ে, চোখ মুছে
আবার ফিরে যায়।
ঢাকে একটু কাটি দিয়ে, ঢোলে আঙুল বুলিয়ে দিয়ে
বাঁশিতে ফুঁ দিয়ে, দুঃখ ভুলানো কথা শুনিয়ে
ছায়া ফিরে যায়-
একদিনতো এমনই হোবে,
পাখি নেই, খাঁচা রয়ে যায়...

এখনো সেই মুখ!

শেষ বাসে বাড়ি ফিরে ঢ্যাঙা পাতা ঝরা
শৈশবের উঠোনে চ'লে যাই।
'কফি হাউসের সেই আড্ডাটা আজ আর নেই, আজ আর নেই'-
মৃদু ভলিউমে বাজতে থাকে চা-খানায়।
জল টলমল অতীত, সুগোল নারী মুখ
ভেসে যায় আবছা অন্ধকারে নৌকোর ছৈ'য়ে
বসা যাত্রীর মতো!
ভাবনার হংসদল আঁকাবাঁকা নদীর পা'ড় ধ'রে
হারিয়ে যায় কোন ফাঁকে-
মনের সরল খরগোশ অস্থির হ'য়ে খোঁজে
গা'র পুরানো ক্ষত-
থেকে থেকে চুলকানো স্মৃতিগুলো নড়েচড়ে ওঠে
তাতেই, তরঙ্গ তোলে দিঘল জ'লে।
গরম চা'য়ে চুবানো টোস্টের রঙের মতো বিকেলে
সেই সুগোল নারী মুখ
ফড়িঙের মতো ব'সে থাকে জানলায়
যেখানে ব'সে আমি রোজ
কবিতা পড়ি অথবা কবিতা লিখি...

১৫/১০/১৩ ইং

সুড়ঙ

কবিতা আর উইঁপোকা
ঘুমাচ্ছে দু'জনই।
ভোর হ'লে দ্যাখব
এদের একজন হারিয়ে
গ্যাছে
অন্যজনের পেটের ভিতর
তাকে দাঁড়ানো বই
ভিতরে উইঁকাটা বিশাল
সুড়ঙ...